সংবাদ

তারিখ ..... 9 DEC 2012 .....
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

ঢাকার সরকারি স্কুলে ভর্তির ফরম বিতরণ ও জমা

● শীর্ষ বেসরকারি স্কুলে প্রভাবশালীদের ভর্তি তদবির

রাকিব উদ্দিন

আজ শেষ হচ্ছে রাজধানীর ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের (২০১৩) ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমাদান কার্যক্রম। তিনটি গ্রুপে বিভক্ত এই ২৪টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪, ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর। ঢাকা মহানগরীর ২৪টি স্কুলের মধ্যে ১৩টিতে প্রথম শ্রেণী আছে। এসব স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে ২৭ ডিসেম্বর। ওইদিনই ফল প্রকাশ হবে। এদিকে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির লটারি ড্র অনুষ্ঠানের আগেই কর্তৃপক্ষের ওপর বাড়ছে নিয়মবহির্ভূতভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির চাপ। নিজ সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের সন্তানদের ভর্তির জন্য সরকারি ও বিরোধীদলের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তদবির করছেন শীর্ষস্থানীয় স্কুল অ্যান্ড কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে। ভর্তির তদবির ও ডিও লেটার সবচেয়ে বেশি পড়ছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মণিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে।

সরকার ও বিরোধদলের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছাড়াও প্রভাবশালী আমলা, পুলিশ কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী যে কোন মূল্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সরকারি : স্কুলে ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওপর অযাচিতভাবে চাপ প্রয়োগ করছেন। পছন্দনীয় প্রার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত না করলে স্কুলের ভর্তি কার্যক্রম নস্যাৎ করারও হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পরিষদের এক সদস্য 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, জামায়াত নেতাদের মদদপুষ্ট কয়েকটি কোচিং সেন্টারের হোতারাই বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে লটারির মাধ্যমে শিশু ভর্তির প্রক্রিয়া। কারণ, ভর্তিতে লটারি প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় এসব কোচিং ব্যবসায়ীর ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আশরাফ তালুকদার 'সংবাদ'কে বলেন, 'ভর্তি প্রক্রিয়া বানচাল করতে ইতোমধ্যেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের বনশ্রী শাখায় জামায়াতের ক্যাডাররা ভাঙচুর চালিয়েছে। এ বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এখন মতিঝিল শাখার ভর্তি কার্যক্রম ব্যাহত করতেও হুমকি দেয়া হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা লটারি ও লিখিত পরীক্ষার বাইরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি না করার পক্ষে। তাই যে কোন মূল্যে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের মাধ্যমেই লটারি ড্র পরিচালনা করব। কিন্তু তদবিরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করতেও আমাদের ওপর বিভিন্ন মহলের চাপ আছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভর্তির লটারি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তত্ত্বাবধানের রাজধানীর ১৩টি সরকারি স্কুলে লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হবে। তবে শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজগুলোও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য লটারি ড্র অনুষ্ঠানে ঢাকা জেলা প্রশাসন, মাউশি কিংবা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'সরকারি স্কুলগুলোতে লটারি ড্র অনুষ্ঠানে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মাউশির কর্মকর্তাদের দিয়ে কমিটি গঠন করেছি। আর স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকদেরও জানিয়ে দিয়েছি- লটারি ও ভর্তি পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি বেসরকারি স্কুলগুলোতেও স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু পরিবেশে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।' মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'রোববার (আজ) ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমাদানের শেষ সময়। ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। ইতোমধ্যে ঘোষিত সময়ে ভর্তি পরীক্ষা ও লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।' ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ইতোমধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ফরম বিতরণ ও প্রাথমিক বাছাই শেষ হয়েছে। এই স্কুলে এবার প্রথম শ্রেণীতে এক হাজার ৪৪০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ফরম বিতরণ হয়েছে ১৩ হাজার ২০০টি। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি আসনের বিপরীতে ৯টি শিশু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলে আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ভর্তির জন্য লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে। অভিভাবক নামধারী জামায়াত নেতাদের হামলা ও ভাঙচুরের কারণে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি ফরমের প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা বাদ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে অনেক অভিভাবকই নিয়মবহির্ভূতভাবে একাধিক ফরম কিনে লটারি ড্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। এই স্কুলে লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর। অন্য শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর। আর ভর্তির ফল ঘোষণা করা হবে ২১ ডিসেম্বর।

ভর্তি কোটা : সরকারি স্কুলে ভর্তিতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য পাঁচ শতাংশ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দুই শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য দুই শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকবে। ২৪টি সরকারি স্কুলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। 'এ' গ্রুপের স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। 'বি' গ্রুপের তালিকায় রয়েছে গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও ধানমন্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। 'সি' গ্রুপের ৮টি স্কুল হলো তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং টিকাটুলি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। লটারির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় রাজধানীর ১৩টি স্কুলে। এগুলো হলো গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়। এই ১৩টি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য আসন আছে এক হাজার ৫০০টি। ২৪টি স্কুলে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য আসন আছে ছয় হাজার ৫১টি।